পূর্ণগ্রাস

[নাটিকা]

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তকালয়
২৯, রামানন্দ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রচনাকাল

জুলাই, ১৯৪৮

আট আনা

[ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত]

পুস্তকালয়, ২৯, রামানন্দ চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে ধীরেন রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও মনোমোহিনী প্রেস, ১১৫-এ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা
থেকে শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত

পূর্ণগ্রাস

[পর্দার অন্তরাল থেকে মাইক্রোফোন অথবা লাউড স্পীকারে ঘোষণা]

কোলকাতার উপকণ্ঠে একটি বস্তি। শ্রমজীবী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাস। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল রকম লোকই এখানে থাকে। কোলকাতার লোকের মত এদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা কম; একটা সামাজিক পরিবেশের মধ্যে এরা একে অন্যের সুখদুঃখের অংশীদার। এরা কলহ করে, বিরোধ করে, কিন্তু বিপৎকালে এরা একসঙ্গে দাঁড়ায়। জীবন কঠোর বলেই মন এদের সংগ্রামশীল—সহজ কথাকে এরা সহজভাবেই বোঝে—বাঁকা অর্থ করার চেষ্টা করে না।

সারি সারি খোলা ও ঢেউ টিনের চালাঘর। বস্তির দক্ষিণ পাশ দিয়ে একটা রাস্তা গিয়ে রাজপথে পড়েছে। রাজপথের ধারেই জমিদারের বাড়ি—ছাদে দাঁড়ালে সমস্ত বস্তিটাই দেখা যায়।

পাঁচশ' ঘর গরীব মধ্যবিত্ত সুখে দুঃখে এই বস্তিতে কাল কাটায়। জমিদার নোটিশ দিয়েছেন, বস্তি থেকে সবাইকে উঠে যেতে হবে—জমি তাঁর প্রয়োজন। কোথায় যাবে এরা ভেবে কূল

পায় না—মাথা গুঁজবার এই ঠাঁইটুকু ছেড়ে দিলে তাদের যে গিয়ে গাছতলায় আশ্রয় নিতে হয়।

প্রথম দৃশ্য

[বস্তিতে একটি দাওয়ায় বসে জয়া এঁটো নিকোচ্ছে। তার স্বামী মাধব কারখানায় কাজ করে। বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশ। বেলা ন'টায় তাকে কাজে হাজির হতে হয়; কাজেই সকাল ৮টার মধ্যেই তার খাওয়া শেষ হয়ে যায়। মাধব ঘরে ঢুকে একখানা গামছা দিয়ে হাতমুখ মুছে নেয়। তার পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে একটা স্পোর্টিং গেঞ্জি]

জয়া। [স্বামীকে ছেঁড়া জুতো পরতে দেখে] এ মাসের মাইনে পেয়ে একজোড়া জুতো কিনে নিও—একেবারে ছিঁড়ে গেছে—এটা কি আর পরা যায়।

মাধব। কিনতে হবে না—হয়তো দানেই মিলবে।

জয়া। [হেসে] জীবনে আর তা জুটবে না—যা জুটেচে ঐ একবারই।

মাধব। না গো না, জুটবে—এবার মামাশ্বশুর জুতো দেবে।··· সামনের মাসে ছাঁটাই।

জয়া। ছাঁটাই···সে তো ছ'মাস ধরেই শুনে আসচি তোমাদের ছাঁটাই হচ্ছে।

মাধব। হুঁ, খাড়াটা ঝুলছে···যে কোন সময়েই ঘাড়ে পড়তে পারে।

জয়া। ও যখন পড়বে তখন পড়বে, আগে থেকে ভেবে কি হবে।

মাধব। কাঠগড়ায় মাথা দিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে ও যা হয় একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়াই ভাল।

জয়া। কিই বা বাকী আছে—এবার তো গিয়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে। নিজেদের জন্য তো ভাবি না… কিন্তু ঐ দুধের শিশুটা নিয়ে যে কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজবো।

মাধব। অতো ভাবনা কিসের। আমরা ইচ্ছায় না উঠে গেলে আমাদের তোলে কে ?

জয়া। গায়ের জোরে তো আর থাকা যাবে না।

মাধব। জমিদারের পায়ে ধরে থাকা যাবে ?

জয়া। নোটিশ দিয়েচে—এম্‌নি উঠে না যাই, পুলিশ দিয়ে তুলে দেবে।

মাধব। অত সোজা নয়। পুলিশের দায় পড়েচে বস্তি তোলবার জন্য। আর শত হ'লেও এটা কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট তো।

জয়া। হাঃ হাঃ হাঃ [হাসি]

মাধব। হাসচ যে !

জয়া। হাসচি তোমার কথা শুনে।

মাধব। আরে চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে—

জয়া। [বিদ্রূপের হাসি হেসে] দু'চোখ যারা খেয়ে বসে আছে তাদের আবার চক্ষুলজ্জা।…যাক্‌, বেলা হয়ে যাচ্ছে—কাজে যাও। [আঁচল থেকে তিনটে টাকা

খুলে স্বামীর হাতে দিয়ে] খোকার জন্য একটা দুধের কৌটা এনো।

মাধব। [টাকা নিয়ে] তিন টাকায় তো দুধের কৌটা পাব না—দাম বেড়ে গেছে।

জয়া। কি করবো—যা ছিল তাই দিলাম। যদি পার আনবে।

মাধব। [টাকাটা একটা ছেঁড়া মণিব্যাগে রেখে হাসতে হাসতে] আগেকার দিনে কিন্তু এত ছোট ছেলেদের জন্য দুধ কিনতে হতো না।

জয়া। [কৃত্রিম ক্রোধ করে] মায়েরা তখন এভাবে না খেয়ে থাকতো না।

[মাধবের হাসতে হাসতে প্রস্থান। এঁটো বাসনগুলো নিয়ে জয়া চলে যায়। অপর দিক দিয়ে জমিদারের গোমস্তার ডাকতে ডাকতে প্রবেশ। তার সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান]

গোমস্তা। মাধব আছ নাকি হে, মাধব! [গলায় খাঁকরি দিয়ে] কৈ, কারো যে সাড়া পাচ্ছি না। কাকেই বা বলি·····[জয়ার পুনঃপ্রবেশ] এই যে···এঁ্যা···এঁ্যা ···মাধব বুঝি বাড়ি নেই?

জয়া। না, কাজে বেরিয়েচে।

গোমস্তা। তা এত সকাল সকাল?

জয়া। সকাল আর কোথায়। ন'টার মধ্যে পৌঁছাতে না পারলে তো কারখানার গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

গোমস্তা। তা বটে; কিন্তু মাধবকে যে একটা কথা বলবার ছিল।

জয়া। তা আমায় বলে যেতে পারেন—এলে পরে বলবো।

গোমস্তা। তাতো বলবেই···কিন্তু ব্যাপারটা জরুরী কিনা।

দরোয়ান। তা একেই বোলে যান গোমস্তাবাবু—এতো তার ইস্তিরি আছে।

গোমস্তা। ছাখ, কথা হলো কি—তোমাদের তো আজই এ বাড়ি থেকে উঠে যেতে হবে।

জয়া। আজই ?

গোমস্তা। হ্যাঁ, আজই। জমিদার আর কতকাল অপেক্ষা করতে পারেন বলো। তিন মাস হলো নোটিশ হয়েচে, কিন্তু তোমাদের আর উঠে যাবার নামটি নেই সোনা।

জয়া। উঠে গিয়ে আমরা কোথায় দাঁড়াব ?

গোমস্তা। কোথায় দাঁড়াবে সেটা আমি কি করে বলবো বলো। তবে চন্দ্রসূর্যের নীচে এত বড় পৃথিবীতে তোমাদের কি আর একটু জায়গা হবে না !

জয়া। বেশ তো, সে জায়গাটা আপনিই দেখিয়ে দিন না।

গোমস্তা। ঐ তো তোমাদের দোষ। নোটিশ দেবার পর তিন মাস থাকতে দেওয়া হলো—এখন উঠে যেতে বলা হচ্ছে, তাও তোমাদের এইরকম কথাবার্তা !

জয়া। যাবার জায়গা থাকলে নোটিশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উঠে যেতাম গোমস্তা মশায়—অপমান সহ্য করে এ ভাবে থাকতাম না।

গোমস্তা। অপমান ! জমিদার তাঁর নিজের জায়গা নিজে

নেবেন…সেখান থেকে যদি তোমাদের উঠে যেতে বলা হয়, তাতেই তোমাদের অপমান হলো!

জয়া। না, কুকুর-বেড়ালের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া অপমান কিসের…বস্তির লোক তো আর মানুষ নয়। আমরাও ভদ্রঘরেরই সন্তান গোমস্তা মশায়, না হয় অভাবে পড়ে……

গোমস্তা। ঠিক—ঠিক। জমিদারবাবুও তো সে কথাই বলেন, ভদ্রঘরের সন্তানেরা এসে বস্তিতে থাকবেন কেন?

জয়া। ওঃ! দয়ার সাগর! তিনি তাঁর অট্টালিকা ছেড়ে দিয়েছেন কিনা।

গোমস্তা। [রহস্য করে] তা…তা…তোমাদের মতো…ইয়ে পেলে …দেন বই কি…দেন বই কি।

জয়া। [ক্রুদ্ধভাবে] গোমস্তা মশায়!

দরোয়ান। তা এতে চোটবার কি হোলো—গোমস্তা মশায় তো ভালো কোতাই বোলেচেন।

গোমস্তা। হাঃ হাঃ হাঃ! ছাখ তো, কি অন্যায় কথাটা বলেচি।

জয়া। আপনি চলে যান।

গোমস্তা। হাঃ হাঃ হাঃ [হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়] চলে যাবো—কেন চলে যাবো বলো তো?

জয়া। ভালো হবে না বলচি গোমস্তা মশায়, আপনি বেরিয়ে যান।

গোমস্তা। বেরিয়ে যাবো? …বেরিয়ে যেতে তো আসিনি।

জয়া। বটে! [ভেতরে ঢুকে একটা ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়ে আসে জয়া। ঝাঁটা নিয়ে গোমস্তাকে তাড়া করে চেঁচিয়ে বলতে থাকে] দূর হও, দূর হও শয়তান এখান থেকে, না হ'লে ঝেঁটিয়ে তোমার কাঁধের ভূত নামাবো।

গোমস্তা। ভালো নয়, ভালো নয়, আমি জমিদারের লোক···

দরোয়ান। ছিঃ ছিঃ! বে-আইনী কাজ কোরতে নাই লেড়কি।

জয়া। আ—া—াঃ! আইন! বেরোও, বেরোও তোমরা আমার বাড়ি থেকে।

[বাড়ির মালিক নীরদার প্রবেশ]

নীরদা। কি হয়েচে রে জয়াবউ?

জয়া। ছ্যাখ তো মাসীমা, উনি বাড়ি নেই—আর এই ব্যাটারা এসে কি আরম্ভ করেচে।

নীরদা। গোমস্তা মশায়, বাড়ির ভেতর বে-আইনী ভাবে ঢুকেচ, যদি পুলিশে দিই?

গোমস্তা। পুলিশ তোমার ট্যাকের টাকা কিনা যে, যে-ভাবে বাজাবে সেভাবেই বাজবে।

নীরদা। বড় মুখ হয়েচে দেখচি, কিছু শিক্ষা দিতে হবে।

গোমস্তা। জীবনভর তো অনেকেরেই অনেক শিক্ষা দিয়েছিস নীরি, বুড়ো বয়সে আমায় আর তুই কি শিক্ষা দিবি!

নীরদা। ঠিকই তো। সারাজীবন লোকের কাছে ঝাঁটা খেয়েও

যখন তোমার শিক্ষা হয়নি—তখন আর আমি তোমায় কি শিক্ষা দেব। ...কিন্তু এখানে কেন মরতে এসেচ বলো তো ?

গোমস্তা। এসেচি তোমার সৎকারের আয়োজন করতে।...বাড়ি আজ ছেড়ে দিতে হবে।

নীরদা। যদি না দিই ?

গোমস্তা। জোর করে দখল নেব।

নীরদা। বেশ, তাই নিও।

গোমস্তা। জমিদারবাবুর হুকুম, যদি এম্‌নি না যাও, পুলিশ ডেকে উৎখাত করবো।

নীরদা। তাই করো।

গোমস্তা। তুই কি জমিদারের সঙ্গে ফৌজদারী করতে চাস নাকি নীরি !

নীরদা। আমি করবো জমিদারের সঙ্গে ফৌজদারী—এত বড় সাহস আমার! ফৌজদারী করবেন তোমার জমিদার। কিন্তু তোমার জমিদারকে বলো, ফৌজদারী ছাড়া প্রজা উৎখাত করা যাবে না।

গোমস্তা। কিন্তু আইন আমাদের পক্ষে।

নীরদা। জানি, সমন গোপন করে এক তরফা ডিক্রী নিয়েচ। কিন্তু আমিও বিশ বছর ধরে খাজনা দিয়ে বসত করে আসচি—এক কথায় তুলে দিতে পারবে না।

গোমস্তা। ঘরভাড়া দিয়ে তো তুই ব্যবসা কচ্ছিস।

নীরদা। কচ্ছি, জমিদারও তাই করবেন।

গোমস্তা। কেবল কি ঘরভাড়া—তা ছাড়া কত রকম রোজগার আছে···

নীরদা। গোমস্তা মশায়, মুখে যা আসে তাই বলো না। বস্তির লোক গরীব হতে পারে, তা বলে তোমাদের মতো অসচ্চরিত্র নয়।

গোমস্তা। না না, তা কেন হবে। যতো সব ধর্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির আর সীতা-সাবিত্রীরা এসে এখানে বাস কচ্ছেন।

নীরদা। দেখি জয়াবউ, তোর আঁষবটিটা নিয়ে আয় তো, ওর ধারালো জিভটা আমি কেটে দিই।

গোমস্তা। কেবল জিভ কাটবি কেন, তুই গলাও কাটতে পারিস। ডাকাত মাগী কোথাকার, তোর অসাধ্য কিছু আছে নাকি!

নীরদা। গলা কাটলে তো তুই বেঁচে গেলি—স্বর্গে যাবি। রাখ, তোর নাককান কেটে দেব আমি···

[নীরদার দ্রুতবেগে প্রস্থান ও একটা আঁষবটি নিয়ে পুনঃপ্রবেশ]

বেরো, বেরো, বলচি······না হ'লে লোকসমাজে আর মুখ দেখাতে হবে না।

দরোয়ান। ওরেঃ ব্বাপরে! এ যে ডাকু হায়। চলেন গোমস্তা মশাই, চলেন, ইখানে কি বেইজ্জত হোবেন নাকি!

গোমস্তা। [দাঁত কড়মড় করে] নীরি, এর জবাব শীগ্‌গিরই

পাবি। তোদের এই বস্তি আমি ধূলোয় না মিশিয়ে দিয়েচি তো আমার নাম গোবিন্দ সরকারই নয়।

[প্রস্থানোদ্যত]

নীরদা। তোমায়ও বলে দিচ্ছি—খালি বাড়ি পেয়ে মেয়ে-ছেলেদের ওপর হামলা করতে এলে এই বস্তির পাঁচশ' ঘর লোক তার উচিত জবাব দেবে।

গোমস্তা। আ···চ্ছা···আ।

[গোমস্তা ও তার পেছনে দরোয়ানের প্রস্থান। জমিদার বাড়িতে রেডিও বাজছে; তার আওয়াজ বস্তিতে ভেসে আসছে]

বেতার ঘোষণা: অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও—বাংলায় খবর বলচি। পূর্ব পাকিস্থান থেকে যে-সকল বাস্তুহারা পশ্চিম বঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েচে তাদের পুনর্বসতির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংলা গবর্ণমেণ্টকে আরো এক কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েচেন···

[জয়া রেগে গিয়ে জানালার কবাট বন্ধ করে দেয়; জোরে শব্দ হয়। রেডিওর শব্দ অস্পষ্ট হয়ে যায়। আলো নিভে গেলে ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জমিদার বাড়ির বৈঠকখানা। বাড়ির ভেতর থেকে বৈঠকখানায় আসবার দরজার ওপর মহাত্মা গান্ধী ও সম্রাট পঞ্চম জর্জের ছবি পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে। দু'খানি ছবিরই নীচে কোণাকোণি করে জাতীয় পতাকা রাখা হয়েছে। বৈঠকখানায় সাবেকী ও আধুনিক দু'রকম আসবাবপত্রই রয়েছে। জমিদার বাড়িতে একটি ছোটখাট টী-পার্টিতে এসেছিলেন পুনর্বসতি সচিব। বাড়ির অভ্যন্তরে হলঘরে পার্টি শেষ হয়ে গিয়েছে। জমিদার মন্ত্রী মশায়কে বিদায় জানাচ্ছেন। মন্ত্রীর সঙ্গে দু'চারজন লোক রয়েছেন। বৈঠকখানায় বসে জমিদারের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় সোমেন নামে একটি যুবক পড়াশুনা কচ্ছে। চাকর ঝাড়ন দিয়ে আসবাবপত্রের ধূলো ঝাড়চে। মন্ত্রীর প্রবেশ ও জমিদার কর্তৃক তাঁকে অনুসরণ। বেরুবার পথে দু'জন সশস্ত্র কনেষ্টবল দাঁড়িয়ে আছে]

জমিদার। আপনাকে এনে মিছেমিছি কষ্টই দেওয়া হলো।

মন্ত্রী। না না, কষ্ট কি! অনেক কাজের কথাই তো হলো। আজকের দিনে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন ; দেখচেন তো চারদিকে যে-রকম সমস্যা···

জমিদার। সত্যি, এত পরিশ্রম করেও আপনাদের যশ নেই!

মন্ত্রী। আর বলেন কেন? মন্ত্রিত্ব করা যে কি ঝকমারি।

জমিদার। তা ছাড়া কি। বেটারা দেশ ছেড়ে গেল—কিন্তু যাবার আগে এমন অবস্থা ক'রে রেখে গেল যে এখন সামলানো মুশকিল।

মন্ত্রী। যা বলেচেন! এই তো কাল নবদ্বীপ গিয়েছিলাম। আবার আজই কাটোয়া যেতে হবে। পূর্ববঙ্গ থেকে এত লোক এসেচে—কোথায় যে এদের স্থান দিই।

জমিদার। সমস্যা গুরুতর।

মন্ত্রী। অথচ লোকে বোঝে না। তারা মনে করে, ইচ্ছে করলেই বুঝি রাতারাতি সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায়···কেবল আমরা চেষ্টা কচ্ছি না তাই হচ্ছে না।

জমিদার। পেছনে আবার নানারকম রাজনৈতিক দলের উস্কানি রয়েচে তো।

[যুবকটি একবার তাকায়]

মন্ত্রী। হ্যাঁ, তা তো আছেই।···আপনার জয়রামপুর কলোনির কতদূর?

জমিদার। হাজারখানেক প্লট বিলি হয়েচে। কিন্তু কিছু বাড়ি তুলে দেওয়া দরকার সেখানে। গরীব লোকের পক্ষে তো আর লোহালক্কর ইটসিমেণ্ট যোগাড় করা সম্ভব নয়। কয়েকটা বাড়ি আমি আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু সিমেণ্টের অভাবে আদ্ধেক হয়ে পড়ে আছে। আপনি যদি একটু······

মন্ত্রী। [মৃদু হেসে] আচ্ছা, আমায় একবার ফোনে স্মরণ করিয়ে দেবেন।

জমিদার। [বশম্বদ ভাবে] আপনাদের·········সাহায্য পাব বলেই তো·········কাজে হাত দিয়েচি।

মন্ত্রী। পাবেন বই কি ; দেশ পুনর্গঠনের কাজে আপনারা সাহায্য করলে গবর্ণমেণ্টও নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করবে। আচ্ছা, আসা যাক।

[হাত জোড় করে নমস্কার করণ। জমিদারের প্রতি নমস্কার। মন্ত্রী ও তাঁর অনুচরবৃন্দের প্রস্থান]

জমিদার। [ফিরে দরজার দিকে চেয়ে] বীরু, তোকে আমি বারবার বলিনি যে মন্ত্রী আসবেন—রাজার ছবিটা সরিয়ে রাখিস।

[বীরু সভয়ে ছবিটা খুলে রাখতে যায়]

এখন আর ওটা সরিয়ে কি হবে। হতচ্ছাড়া কোথাকার। বললে কোন কথা কানে যায় না, না ?

[যুবকটি বইএ খুব মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে—মুখে তার হাসি]

বীরু। তা হ'লি ছবিটা কি এখানেই থাকবে ?

জমিদার। [রাগত ভাবে] না, বাড়ির ভেতর নিয়ে যা।

[বীরু রাজার ছবিটা খুলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। গোমস্তা গোবিন্দ সরকার ও দরোয়ানের প্রবেশ]

কি সরকার, নীরি আজ ঘর ছেড়ে দিচ্ছে তো ?

গোমস্তা। হুঁ, ঘর ছাড়বে! সে আরো আঁষবটি নিয়ে তেড়ে এলো।

জমিদার। তেড়ে এলো! ফৌজদারী করবে নাকি?

গোমস্তা। তাইতো বললো। ফৌজদারী না করলে নাকি তাকে তোলা যাবে না।

জমিদার। এত বড় আস্পর্ধা তার! চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসতে পারলে না?

গোমস্তা। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল, তাই করি। কিন্তু ওরা আবার একটা বস্তি কমিটী ক'রে বসে আছে যে।

জমিদার। কমিটী···বস্তিই থাকবে না, তার আবার কমিটী। বাড়িতে আর কে কে ছিল?

গোমস্তা। ওর এক ভাড়াটের বউ।

জমিদার। তাকে উঠে যেতে বললে না?

গোমস্তা। ওরে বাবারে, সে তো আরো ফোঁস মনসা।

জমিদার। সবগুলি বুঝি ·····

গোমস্তা। একেবারে এককাট্টা। একটায় ঘা মারলে আর কথা নেই, এক সঙ্গে সব ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে ওঠে।

জমিদার। হুঁ! আচ্ছা বাজাচ্ছি। [ফোন রিসিভার হাতে নিয়ে] Burra Bazar......Two Three Two Five. Yes, Two Three Two Five······হ্যালো O C আছেন?···হ্যাঁ, তাঁকেই দিন। হ্যালো, আমি দত্ত চৌধুরী বলচি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেমন আছেন?......এদিকে তো বড় মুশকিল মশায়।

বস্তি উচ্ছেদের ডিক্রী পেয়ে বসে আছি আজ তিন মাসেরও বেশি; অথচ একটি প্রজাকেও তুলতে পাচ্ছিনে। বলতে গেলে আরো ফৌজদারী করতে আসে। বুঝতেই পাচ্ছেন, এসব political agitatorদের কাজ...আমায় একটু সাহায্য করতে পারেন? বস্তির লোকগুলোকে না তুলতে পারলে তো Constructionএ হাত দিতে পাচ্ছিনা মশায়। Minister? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁকে বলেছি বই কি।... লাল পাগড়ি না দেখলে কি বস্তির লোক ঠাণ্ডা হবে?...বেশি নয়, জন চারেক।...হ্যাঁ, হ্যাঁ এক্ষুনি। আচ্ছা নমস্কার। [ফোনটা রেখে] সরকার!

গোমস্তা। আজ্ঞে।

জমিদার। থানা থেকে পুলিশ আসচে। সঙ্গে কয়েকজন বরকন্দাজও নিয়ে যাও। নীরদার ঘরটার যেন চিহ্নও না থাকে।

[গোমস্তা মাথা চুলকাতে থাকে। জমিদারের প্রস্থান। যুবক উঠে গোমস্তার কাছে এগিয়ে আসে]

সোমেন। আপনারা তা হ'লে বস্তি ভাঙ্গতে যাচ্ছেন?

গোমস্তা। শুনলেই তো, আবার জিগ্যেস কচ্ছ কেন?

সোমেন। এই দুর্দিনে এতগুলো গরীব লোক গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে?

গোমস্তা। ওরা গরীব! ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে তোমায় কিনে রাখতে পারে।

সোমেন। আমায় কিনে রাখবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে···আমার দামই ভারি।

গোমস্তা। তুমি জান না, ওরা ব্ল্যাক মার্কেট করতে কি রকম ওস্তাদ।

সোমেন। ব্ল্যাক মার্কেট করে ওরা! [বিদ্রূপের হাসি]

গোমস্তা। জান না বলেই হাসছ। ভূয়া রেশন কার্ড ক'রে চোরাবাজারে চাল বিক্রী করে! কেরোসিন বেচে এক একজন মাসে কত রোজগার করে জানো?

সোমেন। মোটরে করে গোপনে বাইরে থেকে চাল আনাবার সাধ্য নেই বলেই হয়তো দু' একখানা রেশন কার্ড ওদের বেশি করাতে হয়।

গোমস্তা। নিজেদের নাম ক'রে কেরোসিন এনে ওরা তা চোরা-বাজারে বেচে কেন?

সোমেন। অন্ধকারে ওরা থাকতে ভালবাসে বলে।

গোমস্তা। বে-আইনী কাজ করে করে লোকের সাহস বেড়ে যাচ্ছে।···যেমন হয়েচে গবর্ণমেণ্ট, এসব দিকে তো নজর দেবে না।

সোমেন। সত্যি তো, এদের দিকে নজর দেবার তাদের অবসর কোথায়!

গোমস্তা। তোমার কথাগুলো দিন দিন বেশ ধারালো হয়ে উঠচে কিন্তু। তুমি আইনটা পাশ করে নাও; ওকালতি

করলে দু'পয়সা রোজগার করতে পারবে।···দরোয়ান, জনপাঁচেক বরকন্দাজ নিয়ে তুমি প্রস্তুত হও। আমি চানটা সেরে নিই।

[দরোয়ান ও গোমস্তা প্রস্থানোদ্যত]

সোমেন। গায়ের জোরে বস্তি ভাঙ্গতে যাবেন না গোমস্তা মশায়, গোলমাল হবে।

[জমিদারের প্রবেশ]

জমিদার। [গম্ভীর কণ্ঠে] কারা গোলমাল করবে সোমেন?

সোমেন। বস্তির লোক।

জমিদার। বস্তির লোক!···তুমি জানলে কি করে?

সোমেন। এটা জানবার দরকার হয় না মামাবাবু, এই সহজ কথাটা সবাই বুঝতে পারে।

জমিদার। কথাটা খুবই সহজ, না?

সোমেন। তা বই কি। একটা পাখীর বাসা ভাঙ্গতে যান, দেখবেন সেও তার প্রতিবাদ করবে।

জমিদার। কিন্তু প্রতিবাদের সুরটা যেন তোমার কণ্ঠেও শুনতে পাচ্ছি?

সোমেন। খুবই স্বাভাবিক।

জমিদার। খুবই স্বাভাবিক! বস্তির লোকের জন্য যে অসম্ভব দরদ দেখছি।

গোমস্তা। তা, বস্তিতে তো ওর যাতায়াত আছেই।

জমিদার। ও! দুধ দিয়ে আমি কালসাপ পুষছি। তা এতই যদি

দরদ তবে এখানে না থেকে বস্তিতে গিয়ে থাকলেই হয়। [যুবক নিরুত্তর] Don't be sentimental. নতুন জিনিস গড়তে হ'লে পুরণো জিনিসকে ভাঙ্গতে হয় সোমেন। তার জন্যে কান্নাকাটি করা একটা সংস্কার। তোমাদের সোভিয়েট দেশ কি করেচে ?

সোমেন। সোভিয়েট দেশের কথা এখানে না তোলাই ভাল।

জমিদার। না না, তুলতে হবে বই কি। কথায় কথায় তোমরা সোভিয়েটের তুলনা দাও। তোমাদের সেই পবিত্র পিতৃভূমিতে বস্তি ভেঙ্গে ইমারত তৈরী হয়নি ?

সোমেন। হয়েচে, কিন্তু গরীবের বস্তি ভেঙ্গে বড়লোকের জন্যে ইমারত তৈরী হয়নি। সেগুলো গরীবেরাই পেয়েচে।

জমিদার। সেখানে আবার কেউ গরীব আছে নাকি ?

সোমেন। কিন্তু বড়লোকও সেখানে কেউ নেই।

জমিদার। অর্থাৎ মুড়িমিছরি সব একদর। ···সোমেন, আমি সবই লক্ষ্য করেচি, কিছু বলিনি। কিন্তু আজ দেখচি আমার সেই liberal attitudeই তোমার ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে দিয়েচে। ছেলেমেয়েদের নববর্ষে উপহার দিলে এনে তোমাদের কতকগুলো মস্কো মার্কা বই। আমি ignore করে গিয়েচি—কারণ আমি জানি, আমার বাড়ির আবহাওয়ায় সেগুলো বেশিদিন টেকসই হবে না। কিন্তু তোমার একথা ভাবা উচিত ছিল যে, তুমি এ বাড়ির charity boy.

সোমেন। একপাল ছেলেমেয়ে পড়িয়ে চারটি ভাত পাওয়ার নাম charity !

জমিদার। রাজার হালে আছ কিনা—তাই কিছু টের পাওনা।

সোমেন। রাজার হাল ! বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ি উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকায় যে কি সুখ তা যারা থাকে তারাই জানে।

জমিদার। আত্মীয় ! আত্মীয়তার দাবী বেশি দেখিও না সোমেন। তোমার সঙ্গে আমার যে আত্মীয়তা সে তো লতায়-পাতায়। আমি বলে তা স্বীকার করি, অন্যে হ'লে তা স্বীকার করতো না।

সোমেন। না, সে দাবী আমি করি না। আপনার প্রকৃত আত্মীয় কারা গত পাঁচ বছরে তা কি আর আমি দেখিনি !

জমিদার। Don't go beyond your limit সোমেন।

সোমেন। না, চোখ রাঙিয়ে আপনি আমার মুখ বন্ধ করতে পারবেন না আজ। যত profiteer, black marketeer, যত রক্তশোষকের দল আপনার বন্ধু—তারাই আপনার আত্মীয়। I do not belong to that group. আমি আপনার আত্মীয় হ'ব কি করে !

জমিদার। [সোমেনের গলা ধাক্কা দিতে দিতে] Get out, get out scoundrel......

[দরোয়ান ও গোমস্তা জমিদারকে থামাতে যায়। আলো নিভে আসে। পর্দা।]

তৃতীয় দৃশ্য

[মাধবের বাড়ি। দাওয়ায় একটা দোলনা ঝুলানো রয়েচে। মাধবের স্ত্রী জয়া তার শিশুছেলেকে দোলনায় ঘুম পাড়াচ্ছে]

জয়া। ঘুম পাড়ানী মাসী গো
মোদের বাড়ি এসো।
খাট নাই, পালঙ্ক নাই,
খোকার চোখে বসো।
বাটা ভরা পান দেবো
গাল ভ'রে খেয়ো।
খিড়কি দুয়োর কেটে দেবো
ফুরুৎ ফুরুৎ যেয়ো
তুমি ফুরুৎ ফুরুৎ যেয়ো।

[হাত চাপড়ে আদর করে] ঘুমো, ঘুমো দুষ্টু ছেলে। [কৃত্রিম ক্রোধভরে] ···কিছুতেই চোখ বুজবে না! [ছেলের স্বরের নকল ক'রে] অ-অ—অঃ! কেবল নাক ফুলিয়ে ফুলিয়ে কথা! কে তোমার সঙ্গে অতক্ষণ বসে কথা বলবে! আমার কাজ নেই?

[নীরদার প্রবেশ]

নীরদা। ছেলের সঙ্গে যে খুব কথা হচ্ছে রে জয়াবউ!

জয়া। এই যে মাসীমা, ভালই হয়েচে। তুমি ওকে নিয়ে

একটু থাকো। আমি কাপড় ক'খানা কেচে নিয়ে আসি।

নীরদা। তোর ছেলের কাছে যেতে আমার ভয় করে রে। আমায় দেখলেই দু'টো ডাগর ডাগর চোখ দিয়ে কি রকম তাকায়!

জয়া। ছেলের আমার পছন্দ আছে বলতে হবে।

নীরদা এ বুড়ো বয়সে পারবো না আমি তোমার ছেলের মন যোগাতে।

জয়া। কিন্তু না দেখেও তো একদণ্ড থাকতে পার না।

নীরদা [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে] সবই ভুলে গিয়েছিলাম রে জয়াবউ। বেঁচে থাকলে আজ আমার পঁচিশ বছরের যোগ্যি ছেলে।···সংসারে সবই অসার হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, কোন তীর্থস্থানে গিয়ে ভিক্ষে করে দিন কাটাবো। কিন্তু দিল না, তোর এই ছেলেটাই দিল না,—আমার সে পথে বাদ সাধলো। আমি বড় হতভাগিনী রে, আমার তাপে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই আমার ভয় হয়···জানি না, বুড়ো বয়সে আবার এ বন্ধন কেন? [সজল নয়ন]

জয়া। না মাসীমা, তোমার আশীর্বাদে খোকা আমার দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবে। বস্তিতে আসার আগে এখানকার লোক সম্বন্ধে আমার অন্য রকম ধারণা ছিল। কিন্তু সত্যি বলচি, তোমায় পেয়ে আমি আমার মায়ের অভাব ভুলে গেছি মাসীমা।

নীরদা। আমি তো তোদের কিছু করতে পারি না। অনেকের ধারণা আমি টাকা-পয়সা জমিয়েছি; কিন্তু আমার যে কি আছে তাতো তুই সবই জানিস।

জয়া। তোমাকে যারা চেনে তারা জানে যে, তোমার মতো লোকের টাকাপয়সা জমতে পারে না। গেলবার অসুখে পড়লো—তুমি যদি টাকা দিয়ে সাহায্য না করতে তবে ওঁকে বাঁচাতেই পারতাম না।

নীরদা। তিনখানা ঘরের ভাড়া ত্রিশ টাকাই আমার সম্বল। সস্তার বাজারে পেতাম পনের টাকা। কত গরীব লোক এসেচে, সবাই ভাড়া দিতে পারে নি। একখানা ঘর নিত, তাতে একগাদা ছেলেপিলে নিয়ে কি কষ্টে এক একজন থাকতো। ছ' মাস আট মাসের ভাড়া দিতে না পেরে তারা নিজে থেকেই লজ্জায় উঠে যেত। অবস্থা দেখে আমি আর ঘরভাড়া চাইতে পারতাম না।···আচ্ছা, যা বউ, তুই কাজে যা, তোর বেলা হয়ে যাচ্ছে। আমি আমার নাগর পাহারা দিই।

জয়া। বেশি দেরি হবে না আমার, তুমি একটুখানি বসো। আমি এলাম বলে।

[একটা বালতি নিয়ে জয়ার প্রস্থান]

নীরদা। কিরে নাগর···দোলা খাবি ?

[দোলনা দোলাতে থাকে। গোমস্তা, দরোয়ান ও দু'জন কনেষ্টবলের প্রবেশ। জুতোর মচমচ শব্দ শুনে নীরদা ফিরে তাকায়]

গোমস্তা। কি নীরদা, ঘর ছাড়বি, না কি ?

নীরদা। [দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে] যদি না ছাড়ি ?

গোমস্তা। না ছাড়লে কি হবে দেখতেই পাচ্ছিস ?

১ম কনেষ্টবল। জমিদার নোটিশ দিয়েচে, তোমরা ঘর ছেড়ে দিচ্ছ না কেন ?

নীরদা। থাকবার আর কোন জায়গা নেই বলে।

২য় কনেষ্টবল। তা বলে জমিদার তো আর বসে থাকতে পারেন না।

নীরদা। জমিদারের লোকের সঙ্গে তোমরা এসেচ কেন ?

১ম কনেষ্টবল। সরকারের আদেশ অমান্য করতে যাতে তোমরা সাহসী না হও।

নীরদা। সরকারের আদেশ! গরীবদের বস্তি ভেঙ্গে দেবার জন্য সরকার আদেশ দিয়েচেন !

১ম কনেষ্টবল। আদালতের ডিক্রীটা সরকারের আদেশ নয় ?

২য় কনেষ্টবল। মেয়েছেলের সঙ্গে আবার আইন নিয়ে কথা কিরে—তুইও যেমন……

দরোয়ান। আমি ত ঐজন্য জেনানা লোকের সঙ্গে বেশি কোথাই বোলি না।

[সোমেনের প্রবেশ]

সোমেন। আপনারা কেউ বস্তি ছাড়বেন না। এরা শয়তান ! এরা দেশের সর্বনাশ করতে চায়। আপনারা রুখে দাঁড়ান।

দরোয়ান। কাজটা ভালো কোরতেছ না সোমেনবাবু। শুনলে বাবু ভোয়ানক রাগ কোরবেন।

সোমেন। রাগ করবেন! করুন। তোমাদের বাবুর তোয়াক্কা আর আমি রাখি না।

১ম কনেষ্টবল। সরকারী কাজে বাধা দেবেন না।

সোমেন। এটা সরকারী কাজ নয়—জমিদারের কাজ।

গোমস্তা। আদালতের ডিক্রী যারা অমান্য করে তাদের সম্বন্ধে সরকার চুপ করে থাকতে পারে না।

সোমেন। মানুষের জন্মে আইন, আইনের জন্মে মানুষ নয় সরকার মশায়।

গোমস্তা। কিন্তু আইন মেনে না চললে······

সোমেন। আইন, আইন, আইন! এই আইন বড়লোকের জন্মে, গরীবের জন্মে নয়।

গোমস্তা। থাক বাবা, তোমার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। নীরি, তুই কি এম্‌নি ঘর ছাড়বি, না···

সোমেন। না ছাড়লে জোর করে ঘর ভেঙ্গে দিয়ে যাবেন?

গোমস্তা। তা ভালয় ভালয় যদি ঘর না ছাড়ে······

সোমেন। ঘর আপনারা ভাঙ্গতে পারবেন না···

গোমস্তা। দরোয়ান, তোমার কাজ তুমি করো।

[দরোয়ান লাঠি নিয়ে ঘর ভাঙ্গবার জন্য প্রস্তুত হয়। কনেষ্টবলেরাও পায়তাড়া করতে থাকে। সোমেন দাওয়ার পইঠায়

গিয়ে দাঁড়ায়। জয়া প্রবেশ করে। নীরদা খোকাকে কোলে তুলে নিতে যায়]

সোমেন। আমি থাকতে তোমরা এঘর স্পর্শও করতে পারবে না।

[গোমস্তা দরোয়ানকে চোখে ইশারা করে]

দরোয়ান। আচ্ছা, তুমি রাখো···

[লাঠি দিয়ে দাওয়ার চালায় ঘা মারতে উদ্যত হয়। সোমেন খপ করে লাঠিটা ধরে ফেলে]

১ম কনেস্টবল। তবে রে শালা······

[সোমেনের মাথায় লাঠি দিয়ে প্রহার করে। সোমেন মাথা ঘুরে পড়ে যায়। নীরদা তার কাছে ছুটে আসে। জয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করে এবং একটা শাঁক বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে আসে। দূরে অস্পস্ট জন-কোলাহল শ্রুত হয়। গোমস্তা, দরোয়ান ও কনেষ্টবলদ্বয় একে অন্যের মুখের দিকে তাকায় এবং প্রস্থান করে। জয়া শাঁকটা রেখে একটা হাত পাখা নিয়ে আসে। নীরদা ঘটি থেকে জল নিয়ে চোখে মুখে ছিটিয়ে দেয়। জয়া মাথায় হাওয়া করতে থাকে। একটি প্রৌঢ়া ও একটি যুবতী প্রবেশ করে]

প্রৌঢ়া। কি হয়েচে দিদি! এত গোলমাল কিসের?

নীরদা। আর বলো কেন, দুষমনেরা এসেছিল ঘর ভাঙ্গতে।

প্রৌঢ়া। এ যে সোমেনবাবু গো! ধরে মার দিয়েচে বুঝি। বেটাদের আক্কেল দেখ না!

নীরদা। অনেকদিন ধরেই ওর ওপর রাগ ছিল, আজ ঝাল মিটিয়ে গেল।

[সোমেন উঠে বসে। মাথাটা ফুলে উঠেছে কি না হাত দিয়ে একবার দেখে নেয়]

সোমেন। বেটারা পালিয়েচে। কিন্তু আবার আসবে। সাবধানে থাকবেন আপনারা। আমি মাধববাবুকে খবর দিতে যাচ্ছি···আর পারি তো······

নীরদা। না বাবা, তোমার এখন গিয়ে কাজ নেই—রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

সোমেন। না না, আমার কিছু হবে না। আমি আমার বন্ধুর ক্যামেরাটা নিয়ে আসব। আবার যদি ওরা আসে ওদের কীর্তির ছবি তুলে রাখবো আমি—না হ'লে পরে ওরা সব অস্বীকার ক'রে বসবে।

[সোমেনের প্রস্থান। জয়া দোলনা থেকে ছেলে তুলে নেয়। নীরদা কাছে এগিয়ে যায়]

নীরদা। কিরে মিন্সে, পালাচ্ছিস বুঝি? মেয়েদের বাইরে রেখে নিজে অন্দরে ঢুকছিস? কি মরদ তুই!

প্রৌঢ়া। এরা যখন বড় হবে দিদি, দেখবে পৃথিবী উল্টে দেবে।

নীরদা। যাবৎ বিবি মানুষ হবে, তাবৎ মিঞা গোর পাবে।

[ছেলেকে নিয়ে হাসতে হাসতে জয়ার ভেতরে প্রবেশ]

ওরা হয়তো আবার আসবে।

প্রৌঢ়া। আসুক না, আমরা বেঁচে থাকতে কিছুতেই ওদের ঘর ভাঙ্গতে দেব না।

[বাইরে মোটর লরীর হর্ণ শোনা যায়। বুটের শব্দ। মেয়েরা স্থির হয়ে দাঁড়ায়। গোমস্তা, দরোয়ান, কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ ও একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের প্রবেশ]

পুলিশ অফিসার। কে আপনাদের কাজে বাধা দিচ্ছিল ?

গোমস্তা। সে কি আর এখানে আছে। তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েচে ঠিক কি ?

অফিসার। আচ্ছা দেখি, তাকে খুঁজে বার করা যায় কি না।

[ঘরে প্রবেশ করতে যায়। মেয়েরা বাধা দেয়। জয়া ঘর থেকে বেরিয়ে আসে]

নীরদা। আপনি যাকে খুঁজচেন সে এখানে নেই।

অফিসার। আছে কি নেই সেটাই তো দেখতে চাচ্ছি। সরে দাঁড়াও।

মেয়েরা। না, আমরা সরব না।

অফিসার। ভাল চাও তো সরে দাঁড়াও।

[মেয়েরা শুয়ে পড়ে। ভেতরে নারী-পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। অফিসারের ইঙ্গিতে ছু'জন সশস্ত্র কনেষ্টবল গিয়ে তাদের পথরোধ করে দাঁড়ায়। লোক স্টেজের দিকে আসতে চায়। পুলিশের সঙ্গে তাদের বচসা শুরু হয়]

অফিসার। আমি এই কম্পাউণ্ডে ১৪৪ ধারা জারী করলাম।

জনতা। চুয়াল্লিশ ধারা আমরা মানবো না।

[দু'জন পুরুষ পুলিশকে ঠেলে ঢুকে পড়ে। পুলিশ সে দু'জনকে গ্রেপ্তার ক'রে পুলিশ ভ্যানে নিয়ে তুলে দেয়। পুলিশের পুনঃপ্রবেশ। কয়েকজন মেয়ে ষ্টেজের দিকে আসতে চায়—পুলিশ বন্দুক দিয়ে ঠেলে তাদের পেছনে হটিয়ে দেয়]

অফিসার। [শায়িত মেয়েদের কাছে গিয়ে] তোমরা সরবে কি না ?

নীরদা। আমরা এক চুলও সরবো না।

[অফিসার পুলিশদের ইশারা করে যাতে তারা জোর করে মেয়েদের সরিয়ে দেয়। সশস্ত্র পুলিশ সঙ্গীনের দ্বারা মেয়েদের গায়ে খোঁচা দিতে থাকে। একজনের হাত কেটে রক্ত বেরোয়]

আহত মহিলা। উঃ ! ড্যাকরারা স্বরাজ পেয়েচ !

[মেয়েরা স্থানত্যাগ না করায় অফিসার গিয়ে নীরদার হাত ধ'রে হেঁচকা টান মারে। অন্যান্য পুলিশ জয়া বাদে বাকী দু'জনকে জোর ক'রে টেনে তোলে। লাঠি ও বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পুলিশ ঘর ভাঙ্গতে আরম্ভ করে]

নীরদা। দোহাই মহাত্মা গান্ধীর, দোহাই কংগ্রেস সরকারের, গরীবের ঘর ভেঙ্গ না।

অফিসার। জোরসে চালাও।

[ঘর ভাঙ্গা চলতে থাকে। পেছন দিক থেকেও ঘর ভাঙ্গার শব্দ আসে। উইংসের পাশ দিয়ে জনতার একটি অংশ স্টেজের মধ্যে ঢুকে পড়ে]

টিয়ার গ্যাস ছোঁড়।

[টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয়। ধোঁয়ায় স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায়। সকলে চোখ মুছতে আরম্ভ করে। জনতা ধাওয়া করতে চায়]

ফায়ার।

[বন্দুকের গুলী আকাশের দিকে ছোঁড়া হয়]

জয়া। আমার খোকা, আমার খোকা······

[দ্রুত প্রস্থান করে।]

অফিসার। এদের arrest করো।

[পুলিশ স্টেজের সকলকে গ্রেপ্তার করে। তারা যাবার জন্য উদ্যত হয়। সিনের অর্ধেক সরিয়ে নেওয়া হয়। দেখা যায় একখানা ভাঙ্গা ঘরের ধ্বংসাবশেষ। তার মধ্য থেকে জয়া তার মৃত ছেলেকে নিয়ে পাগলিনীর ন্যায় ছুটে আসে পুলিশ অফিসারের দিকে]

জয়া। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, আমার এই দুধের শিশুটাকে তোমরা নিয়ে যাও……তোমাদের রক্তের ক্ষুধা মিটুক…

[অফিসার সকলকে চলে যেতে ইঙ্গিত করে। বন্দীদের নিয়ে তারা সরে পড়ে, অফিসারও চলে যায়। বাইরে থেকে হর্ণের শব্দ আসে। জয়া স্টেজের মাঝখানে গিয়ে ছেলেটাকে মাটিতে রেখে আর্তনাদ করে উঠে]

মাধব। [ব্যগ্রভাবে প্রবেশ। হাতে তার একটা গ্ল্যাক্সো বা অন্য কোন দুধের কৌটা] আমি এসেচি, এসেচি জয়া, আমি এসেচি ! [পুত্রের মৃতদেহ দেখে সে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তার পর হাতের কৌটাটা মাটিতে রেখে বসে পড়ে] খোকা, খোকা, খোকা……

জয়া। [ক্রন্দনরত অবস্থায়] খোকা, খোকা আর চোখ মেলবে না গো…আর চোখ মেলবে না…

মাধব। [অশ্রুসিক্ত লোচনে] চোখ মেলবে না…খোকা আমার চোখ মেলবে না !………[আত্মসংবরণের চেষ্টা করে] না না, কান্না নয়, কান্না নয়, প্রতিশোধ… প্রতিশোধ……

যবনিকা

[প্রথম মলাটের পর]

নাটকের অতি সুন্দর সমাপ্তি সেই বলিষ্ঠ ভরসার বাণী বহন করছে।…দিগিনবাবুর এই নাটকে গ্রামের জনগণ কেবল পড়ে পড়ে মার খায় না, জবাব দিতেও জানে। নানা চক্রান্ত ও নির্যাতনের চাপে তারা ভাঙে, তবু মচকায় না।…

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (অরণি)

"……here are materials dramatic enough. lying neglected, amongst masses of common people, weavers, carpenters and fishermen, to whom freedom means something more real than to us, sophisticated townsmen. Mr. Banerjee has dramatised this neglected aspect of our freedom movement in the countryside and doing so he has gathered on the stage an eutirely new set of figures, simple, passionate and earnest…."

Saroj Acharyya (Hindusthan Standard.)

"……দিগিনবাবুর নাটকের বিষয়বস্তু হইতেছে গ্রাম্য-জীবনের মাঝে গণ-আন্দোলনের সূচনা, কিন্তু নাটকের বক্তব্য এইখানেই শেষ না হইয়া বৃহত্তর ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছে……"

রবি ঘোষ (যুগান্তর)

লেখকের সার্থক গণ-নাটক

বাস্তুভিটা

শ্রেণী-বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে পূর্ব পাকিস্থানের
গবর্ণমেণ্ট বইখানি বাজেয়াপ্ত করেছেন।

অথচ

এই নাটকের অভিনয় দেখে সকলে একবাক্যে বলেছেন,
পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে নাটকখানি অভিনীত হ'লে সেখানে
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গৃহত্যাগ বন্ধ হতো।



সমস্যামূলক প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক

অন্তরাল

এই নাটক-অভিনয়ের অনুমতি দিতে কলিকাতার পুলিশ
একসময় বিষম আপত্তি করেছিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে নাটক

দীপশিখা

দিল্লীর কর্তৃপক্ষ এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ
করেছিলেন।